ডে | ন | হ্যা | গ

হল্যান্ডের জীবন

দু'বছর আগের কথা। তখন চলছে আমার ডিগ্রি পরীক্ষার প্রস্তুতি। এদিকে বিয়ের কথাবার্তা চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই সব পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। ছেলে হল্যান্ড প্রবাসী। একটা গ্রাফিক্স ফার্মে কাজ করে। প্রায় ১০ বছর ধরে হল্যান্ডে বসবাস করছে। কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করে চলে যাবে। এর মধ্যে আমাদের বিয়েও হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পরই সে চলে গেল। এবার আমার যাবার পালা। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করে আমি অ্যাম্বেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কাগজপত্র সব জমা দেয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই আমার ভিসা হয়ে গেল। আমি যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তারিখও ঠিক হয়ে গেল। কথা ছিল এমন যে এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গেই আমি যাবো। এবার আমার দেশ ছাড়ার পালা। আমার টিকেট করা হয়েছিল চিটাগাং টু ঢাকা, ঢাকা টু ব্রাসেলস্। ব্রাসেলস্ এয়ারপোর্টে ওরা সবাই আমাকে নিতে আসবে। ওখান থেকে বাই রোডে আমরা হল্যান্ড যাবো। এয়ারপোর্টে বাবা, মা, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল মেয়েরা বিয়ের পর কতোটাই পর হয়ে যায়। তারপর রাত ১২টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া বিমানটি সকাল ৮.৩০ মিনিটে ব্রাসেলস্ এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছল। প্লেন থেকে নামতেই আর বিদেশের মাটিতে পা পড়তেই এক হিমেল ঠান্ডা হাওয়া আমার শরীরকে আরো শীতল করে তুলেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়েই দেখি ওরা সকলে বলতে আমার স্বামী ও তার বন্ধু ফুল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওকে দেখতেই আমি মুহূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে গেলাম। তার হাতে ছিলো একটা লাল গোলাপ। তারপর আমরা রওনা হলাম হল্যান্ডের উদ্দেশে। প্রায় ২ ঘণ্টা ড্রাইভ করে পৌঁছলাম হল্যান্ডের দি হ্যাগ সিটিতে।

এরপর শুরু হলো এক একদিন নতুন নতুন জায়গা ঘুরে দেখা। তখন অবশ্য শীতকাল ছিলো। খুবই ঠান্ডা প্রথম কিছুদিন খুব মজাই কাটলো। তারপর দিন যতই যাচ্ছে মনে পড়তে লাগলো আপনজনদের কথা, দেশের কথা। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে লাগলাম নিজের দেশ কি ছিলো। ধীরে ধীরে ওর ব্যস্ততা বাড়তে লাগলো। আমার ঘরে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। হল্যান্ডের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামারে চারদিকে ফুল আর ফুল। মনে হয় যেন স্বর্গে আছি। এখানে প্রতি ১লা বৈশাখে বাঙালিরা আয়োজন করে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ওই বিশেষ দিনটিতে থাকে সবধরনের বাঙালি খাবার। তাছাড়া ওই দিনটিতে বাঙালিরা অন্যান্য বাঙালিদের নিমন্ত্রণ করে থাকে। সেই সঙ্গে একত্র হয় সব বাঙালিরা। তখন মনে হয় আমরা সেই বাঙালি ঐতিহ্য, সামাজিকতা ফিরে পেয়েছি। সেই মাটির গন্ধ, সেই গ্রামবাংলার স্মৃতি, শৈশবকালের স্মৃতি সব কিছু আগলে ধরে রেখেই প্রবাসীরা সামনের দিক এগিয়ে যাচ্ছে একটু সুখের আশায়। একটু শান্তির আশায়। আর এই হলো হল্যান্ডের প্রবাস জীবন।

Nila, Antheunisstraat-142, Postcode : 2522 ZJ
Den Haag, Holland.

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

সময় বাড়লো

২০ সেপ্টেম্বর ছিল 'জীবনের গল্প' প্রতিযোগিতার গল্প পাঠাবার শেষ সময়। এই সময়সীমার মধ্যে আমরা বিস্ময়কর সাড়া পেয়েছি প্রবাসীদের কাছ থেকে। এসেছে অসংখ্য গল্প, জীবনের কথা, যন্ত্রণার কথা, সুখ-সাফল্যের কথা... সেই সঙ্গে অনেকেই ফোন ও ই-মেইলে অনুরোধ করেছেন প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানোর জন্য। বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অনুরোধে এ প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানো হলো **২৫ অক্টোবর** পর্যন্ত...
আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা **১০০০**

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক, প্রচারিত হবে **চ্যানেল আই-এ**

নির্বাচিত **৫০টি গল্প** নিয়ে প্রকাশিত হবে **বিশেষ সংখ্যা**

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর **প্রচ্ছদ কাহিনী**

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি **বই**

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ **২৫ অক্টোবর, ২০০৫**

লিখে ফেলুন **গল্প** আর পাঠিয়ে দিন নিচের **ঠিকানায়**
জীবনের গল্প / সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ / ই-মেইল : info@shaptahik2000.com

মা | ল | য়ে | শি | য়া

দূর প্রবাসের দিন...

বাবা-মায়ের মুখের হাসি, ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ায় অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের মানুষের মতো মানুষ করে তোলা, সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণ, স্ত্রীর অবয়বজুড়ে অর্থকষ্টের ক্লান্তি দূর করতে মানুষ দেশান্তরিত হচ্ছে। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যে অবস্থানে আছেন তা থেকে আরো কিছুটা উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বেকার সমাজ যে কত প্রকার ঝুঁকি নিয়ে থাকে তা বলাই বাহুল্য। নইলে কি আর প্লেনের চাকায় উঠে সৌদি আরব অথবা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইটালি যেতে চায়!

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে বুঝতে হবে। ভাগ্যান্বেষণে যেসব দেশে বাংলাদেশীরা পাড়ি জমিয়েছেন, সে দেশগুলো সম্পর্কে, সে দেশের আইনকানুন সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা জরুরি। তার পরেই না যাত্রা। সত্তর

মালয়েশিয়া এখনও স্বপ্ন

দশকের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে বাংলাদেশীরা আসতে শুরু করে। তবে তা একেবারেই হাতে গোনা সংখ্যা। আশির দশকেও অল্প অল্প লোক আসতে থাকে। কিন্তু নব্বয়ের দশকে যেন দলে দলে, পালে পালে লোক ঢুকতে থাকে মালয়েশিয়ায়।

এখনও তিন থেকে চার লাখ অভিবাসী এখানে আছেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ আগস্ট প্রবাসীদের জন্য মালয়েশিয়া সরকার ওয়ার্ক পারমিট চালু করে। এর সময়সীমাও ছিল মাত্র সাড়ে ৫ মাস। অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে work permit বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে এ যাবৎ মালয়েশিয়া সরকার আর কখনো ওয়ার্ক পারমিট ছাড়েনি। যার দরুন ২০০০ সালে যে স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশী কলিং ভিসায় মালয়েশিয়ায় এসেছিল তারা ছাড়া ৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যারাই কাজের আশায় মালয়েশিয়া ঢুকেছেন তারা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে আছেন। এদিকে বেশ কয়েকবার শোনা গেছে যে মালয় সরকার কলিংয়ে শ্রমিক আমদানি করবে বা করছে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই বিবর্ণ। বাংলাদেশের কিছু কুচক্রী মহলের কারণে মালয়েশিয়ায় কলিং এখন সুদূর পরাহত। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল শ্রীলংকা, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া থেকে ননস্টপ ফরেন ওয়ার্কার আসছেই। শুধু বাংলাদেশ বাদে।

কয়েক বছর আগে থেকে ব্যাংকক হয়ে বাইরোডে মালয়েশিয়া (ঢাকা থেকে খুব সহজ ছিল। কিন্তু কিছুকাল ধরে থাই সরকারও কড়াকড়ি আরোপ করায় এখন আদম ব্যাপারীরা ট্রানজিট হিসেবে চায়না, মায়নামার, লাউসকে ব্যবহার করছে। এবং এ কারণেই এসব দেশের কারাগারে বাংলাদেশের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক, মালয়েশিয়া

টো | কি | ও

নতুন সিদ্ধান্ত...

টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসী বাংলাদেশীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুবিধার্থে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসের প্রথম রোববার দূতাবাস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী দূতাবাস সংক্রান্ত কাজের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে। প্রবাসে বাংলাদেশীরা সাধারণত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় সপ্তাহের কর্মদিবসে দূতাবাসে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ জন্য তাকে একটি কর্মদিবস ছুটি নিতে হয়। তাই মাসের কোনো একটি রোববার দূতাবাস খোলা রাখা প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।

২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর Tokyo'র Arakawa-ku, Move Machiya হলে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান)-এর অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বর্তমান রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলামের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসীদের মৃতদেহ বিনা ভাড়ায় রাষ্ট্রীয় বিমানে বহন, মাসের একটি বন্ধে দূতাবাস খোলা রাখা, দূতাবাসে ফটোকপি মেশিন স্থাপন এবং পাসপোর্ট ফি কমানো এই চারটি দাবি পেশ করে। ইতিমধ্যে মান্যবর রাষ্ট্রদূত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিনা খরচে প্রবাসীদের লাশ বহন করায় অনুমতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিমান প্রবাসীদের মৃতদেহ বিনা ভাড়ায় বহন করে আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে। দূতাবাসের কাউন্সিলর ও চ্যান্সারি প্রধান জসীম উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুধু প্রবাসী বাংলাদেশীদের কথা চিন্তা করেই মাসের প্রথম রোববার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দূতাবাসের কাউন্সিলর ও চ্যান্সারি সেকশন খোলা রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জাপান সফরের সময় প্রবাসীদের দেয়া সংবর্ধনায় রোববার দূতাবাস খোলা রাখার দাবি জানানো হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মূলত প্রবাসীদের জন্য হলেও ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জাপানিরাও এই সুবিধা পাবেন'। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাসপোর্ট তৈরি ও নবায়ন ফি দূতাবাসের পক্ষে বাড়ানো কিংবা কমানো সম্ভব নয়। এটা বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে এবং এর উত্তরে 'পরবাস' (জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা ম্যাগাজিন)-এ দূতাবাস ব্যাখ্যা করেছে। উল্লেখ্য, জাপানে একটি পাসপোর্ট (৫ বছরের জন্য) পাঁচ হাজার ইয়েন এবং ৩-৪ দিনে দেয়া হয়। সেখানে বাংলাদেশী একটি পাসপোর্ট ফি (৫ বছর) চৌদ্দ হাজার ইয়েন এবং দ্রুত ২১০০ ইয়েন নেয়া হয়, যা অস্বাভাবিক।

রাহমান মনি, কাজী ইনসান
টোকিও, জাপান

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

সু | ই | জা | র | ল্যা | ন্ড

বাজেটে প্রবাসীরা উপেক্ষিত

দূর দেশ হলেও প্রবাসীদের কথা ভাবতে হবে

অর্থমন্ত্রী প্রথমবারের মতো PRSP-র মধ্যে থেকে বাজেট প্রণয়ন করেছেন। যার প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ২৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ৪৮% শতাংশ অর্থের যোগান হবে বিদেশী উৎস থেকে।

এই বিদেশী উৎসের মধ্যে প্রবাসীদের পরিচিত রেমিটেন্স উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী সংসদে নিজেই স্বীকার করেছেন, বিগত চার বছরে রেমিটেন্স পেয়েছেন ১২ হাজার ৫৩৭ মিলিয়ন ডলার।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রথম বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। আর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সেই বাজেট ৬৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছি বটে। কিন্তু বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি বেশি রপ্তানি কম-এসব মূল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। যতদিন পর্যন্ত আমরা দুর্নীতি, শুল্ক ফাঁকি, কর ফাঁকি, ভ্যাট ফাঁকি, ঘুষ, চুরি, গোপন লেনদেন, কালোবাজারি, চোরাচালান কমিয়ে সম্পদের সংগ্রহ ও এর সঠিক ব্যবহার, রাজস্ব আয় বাড়িয়ে এবং ব্যয় কমিয়ে এমনকি সরকারের ব্যয় কমিয়ে আনতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশা করতে পারি না।

আর তখনই বৈদেশিক ঋণ আনতে হবে, বিদেশনির্ভর বাজেট দিতে হবে। এই বিদেশনির্ভরতা কমিয়ে আনতে হলে প্রবাসীদের উৎসাহ এবং প্রধান্য দিতে হবে, যা বাজেটে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।

বাজেট নিয়ে প্রবাসীরা কোনো দিনই মাথা ঘামায় না। কিন্তু এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী প্রবাসীদের বঞ্চিত করে কালো টাকা সাদা করার ঘোষণা দিয়ে গুটিকয়েক ধনীকে আরো ধনী করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছেন। দলীয় সদস্য ও সমাজের শক্তিশালী অংশকে তুষ্ট করার সব রকম উপায় তিনি বেছে নিয়েছেন। আর যারা নির্বাচনী তহবিল যোগাতে সাহায্য করবেন, তাদের জন্য রেখেছেন সব রকম সুবর্ণ সুযোগ।

প্রবাসীদের দীর্ঘ-দিনের দাবি, প্রবাসীদের জন্য ১. পুনর্বাসন তহবিল, ২. গৃহায়ণ তহবিল, ৩. বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প, ৪. বিদেশের কারাগারে আটক বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তহবিল, ৫. প্রবাসে বিভিন্ন সমস্যার জন্য আইনি সহায়তা সেল গঠন, ৬. বিদেশে মারা গেলে লাশ দেশে নেয়ার ব্যবস্থা এবং তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তার জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন। এসব দাবি কলমের খোঁচায় বাদ দিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রবাসীদের উপেক্ষিত করেছেন। করেছেন বিদেশনির্ভর বাজেট, যা প্রবাসীদের চাওয়া-পাওয়া বর্জিত একটি দলিল মাত্র।

বাজেটে যেসব জিনিসের দাম বাড়ানো হয়েছে তার মধ্যে অ্যাপার্টমেন্ট একটি। অথচ প্রবাসীরা এ খাতে বেশি বিনিয়োগ করে থাকেন।

যারা ছোটখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্ট বা কয়েকটি কক্ষ কেনার প্রত্যাশায় প্রবাসের কঠিন শ্রমকে হালাল করে তিল তিল করে সঞ্চয় করে চলেছেন, তাদের এতোটুকু বাঁচার আশা বাজেটের মাধ্যমে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

যতদূর জানা যায়, রাজউকের মাধ্যমে প্রবাসীদের আবেদন করার সামান্য সুযোগ থাকলেও আবেদন ফরমে কঠিন কঠিন শর্ত জুড়ে দেয়ায় অনেক প্রবাসী আবেদন করতে পারছেন না। আইনের মারপেঁচে প্রবাসীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বাজেটে সরকারের সুর্নিদিষ্ট কোনো পরিকল্পনা না থাকায় প্রবাসীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। প্রবাসেই বিনিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করছেন।

আমার কেন যেন মনে হয়, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বৃহত্তর প্রবাসী জনসংখ্যাকে গণনায় তোয়াক্কা করার প্রয়োজন মনে করেন না। অথচ এই প্রবাসীরাই একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

আমার ভাবতে অবাক লাগে, দেশে যেসব বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ আছেন, সেই সব বরেণ্য অর্থনীতিবিদও আজ প্রবাসীদের হিসাব-নিকাশের বাইরে রেখে উপেক্ষিত করেছেন।

কিন্তু ভারত, চীন, ব্রাজিল তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে প্রবাসীদেরকেই বেশি অগ্রাধিকার এবং প্রাধান্য দিয়েছে।

এ উপলব্ধিটা অর্থমন্ত্রীর যত তাড়াতাড়ি আসবে, তখনই দেশের অর্থনীতিতে তথা দেশে মঙ্গল আসবে।

শাহীন রেজা
লা-সার্থ-ফো, সুইজারল্যান্ড
shaheenreza@hotmail.com

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

সে | লে | ন | টু | না

একটি অপ্রীতিকর ঘটনা

১০ সেপ্টেম্বর সুইডেন প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংঘের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানী স্টকহোমের প্রাণকেন্দ্রে মেদবোরিয়ার প্লাতসেন এলাকায় ওসো জিমনসিম-এর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দুজন আহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। এবং অপরজনও আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে পরদিন তার ভাই জানান।

এদিন সন্ধ্যায় লন্ডন থেকে আগত সঙ্গীত শিল্পী সানি জুবায়ের এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী সাবা তানি ও সামিনা নবীর পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠানটি হল ভর্তি দর্শক-শ্রোতাদের সমাগমের মধ্যে চলাকালীন গেটের বাইরে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনায় এ দুজন আহত হন। আহত একজনের নাম নূর সালাম চায়নিজ। এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনামলে একটি খুনের দায়ে সামরিক আদালত কর্তৃক ২০ বছর করাদন্ডে দন্ডিত হবার পর চায়নিজ নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে সুইডেনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন ২২ বছর আগে। তিনি বর্তমানে জেলে আটক সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামের শ্যালক। আসলামের স্ত্রী ইতি ১৯৯৯ সালে সুইডেনে আত্মহত্যা করেন।

যে কারণে এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে তার মূলে রয়েছেন সুইডেন প্রবাসী রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী মহিউল হক মিল্লাত। আর্থিক দেউলিয়ার হাত থেকে নিজের ব্যবসা উদ্ধারের জন্যে জনৈক মোয়াল্লেম হোসেন রনজু'র কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে তিন লাখ সুইডিশ ক্রোনার (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৩০ লাখ) ৬ মাসে দ্বিগুণ অঙ্কে পরিশোধের চুক্তি এবং কাঞ্চন নামে অপর এক ব্যক্তির কাছে রেস্টুরেন্ট বিক্রি উপলক্ষে বায়না হিসেবে গ্রহণ করা ৬ লাখ সুইডিশ ক্রোনার নিয়ে উত্থাপিত প্রতারণার অভিযোগে বিরোধ, দেন দরকার ও ঝুট ঝামেলা চলে আসছে ২০০৩ সাল থেকে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে ব্যক্তিগতভাবে এবং পাবলিক ফাংশনেও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এর পরেও নানা দেন দরবার ও আলোচনার পরেও বিষয়টির নিষ্পত্তি না ঘটায় এদিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবারো ঘটলো। ঘটনাস্থলে সুইডিশ পুলিশ উপস্থিত হবার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসলেও উত্তেজনা বিরাজ করছিল আশঙ্কাজনকভাবে। এ প্রসঙ্গে মহিউল হক মিল্লাতের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি উভয়ের কাছ থেকে বিশেষ পরিস্থিতিতে টাকা গ্রহণ করার কথা স্বীকার করেন এবং রেস্টুরেন্ট বিক্রি ও বায়নার টাকা ফেরত পাবার অধিকার হারানোর কথা উল্লেখ করে বলেন- এসব বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার পরেও কেন আমাকে লোকের সামনে অপমান অপদস্ত ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এসব অন্যায়ের আমি বিচার চাই। অপরদিকে কাঞ্চন ও রন্জুর বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তারা বলেন, এটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত প্রতারণা। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা টাকা দিয়ে যে নিজের রেস্টরেন্ট দেউলিয়া ঘোষণা করে আবার অন্য নামে রেস্টুরেন্ট চালু করেছে এবং দেশে কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি কিনেছে। লাখ লাখ ডলার সে দেশে পাচার করেছে। শুধু তাই নয়, আমার টাকা আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে আমাকে ঘায়েল করার জন্যে আমাকে আল কায়েদার সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করেছে। এ কথা জানান কাঞ্চন। কাঞ্চনের এ অভিযোগ সম্পর্কে মিল্লাতের মন্তব্যের জন্যে বাসা এবং মোবাইলে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি স্টকহোমের বাঙালি সমাজে টক অব দ্য সোসাইটিতে পরিণত হয়েছে। এবং বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে বিতর্কিত যে কোনো সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার।

Delwar Hossain
Box 2029, 19142 Sollentuna
delwar.h@spray-se

ভে | নি | স

ইটালিতে বাংলা গান

ছোটবেলায় মনে আছে ফেরদৌস ওয়াহিদের 'মামুনিয়া' কিংবা 'ও বেড়ালের ছানা' গানগুলো আমাদের মুখে মুখে ফিরত। আজ যখন ইটালির রেডিওতে তারই ছেলের গাওয়া বাংলা গান প্রায়ই শুনে থাকি- 'হঠাৎ যদি আমি থেমে যেতাম, শেষ বিকেলের মতো অস্ত যেতাম, অসীম রাতে সে সেই শয়নে সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম'। এই গানটির সঙ্গে কিছু ইংরেজি ভার্সন সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া হয়। অসম্ভব সুন্দর গানটি ইটালির প্রচার মাধ্যমে অনেকবার বাজানো হয়। Moscow বা Milan, Warsawa যেখানেই যান, মিউজিকের দোকানে গেলেই আপনি পাবেন ভারতীয় রবীশঙ্কর, পাকিস্তানের নুসরত ফতে আলী খানের ভিসিডি, ডিভিডি। নুসরতের কাওয়ালি, পাঞ্জাবি ভাংড়া পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কাওয়ালি, ভাংড়া আমাদের দেশের পল্লীগীতির মতো বলা যেতে পারে। আজ তারা পৃথিবীর সঙ্গীতাঙ্গনে এক বিশেষ অবস্থান নিয়েছেন। পন্ডিত রবীশঙ্করের মেয়ে তো USA-এ টপ স্থান করে নিয়েছেন। আমরা হাবিবের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। পৃথিবীর মিডিয়াগুলোতে আমরা বাংলা গান শুনতে চাই। ইউরোপ, আমেরাকার যেকোনো পাব বা ডিসকোতে হঠাৎ করে ভেসে আসবে পাঞ্জাবি ভাংড়া বা হিন্দি গান। 'মেরা নসিত'-এর রিমেক্স তো অহরহ ইটালির টিভি মিউজিক চ্যানেলগুলোতে দেখা যায়। আমাদের 'মেলায় যাইরে' অথবা জেমসের 'পাগলা হাওয়া'র তৈরি মিউজিক ভিডিও দখল করে নিতে পারে বিশ্বের অনেক বাজার। হয়তো আফ্রিকায় বেড়াতে গিয়ে দেখতে ও শুনতে পারবো 'ওরে ওরে হাওয়া থাম না রে'।

আমাদের কোম্পানিতে নতুন একটা মরক্কোর ছেলে কাজ নিয়েছে। ওর বয়স যখন এক বছর, তখন থেকে ইটালিতে আছে। ও শাহ্রুখ খানের ভক্ত। ও যদিও ইটালিয়ান নাগরিক কিন্তু চলাফেরা এমনকি কাপড়-চোপড়ে শাহরুখ খানকে নকল করে। ওর মুখে আফ্রিকার দেশ মরক্কোতে শাহ্রুখ খান ভীষণ জনপ্রিয়। ইয়াং জেনারেশনে শাহরুখ ক্রেজ ভারত ছাড়িয়ে আফ্রিকাতেও। একটু ভাবুন। আমাদের সবাইকে একটু একটু করে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিদিন ১৫ মিনিটের জন্য হলেও ইটালির ভেনিস থেকে একটি প্রাইভেট রেডিও চ্যানেলে মি. ফাতেমী বাংলা সংবাদ পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

Islam Shaheedul
Via-Cavalieri di, Vittorio Veneta-15
28100 Novara, Italy, shakhidul@yahoo.com

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com